দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 23 DEC 2004 পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেধাবীদের প্রিফেক্ট কমিটি

গোলাম মোহাম্মদ ফেরদৌস ভূঁইয়া

সারা বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এসে জড়ো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীরই থাকে কমবেশী একাধিক সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যা কাউকে বলার অথবা শোনাবার মত কাউকে পায় না তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন হয়েছিল ঠিক এক যুগ আগে অর্থাৎ ১৯৯০ সালে। ডাকসু যখন ছিল তখন ডাকসুর সদস্যদের কাছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অসুবিধার কথা বলত। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন অসুবিধা ডাকসুর সদস্যরা সমাধান করার চেষ্টা করত। প্রয়োজন হলে ডাকসুর নির্বাচিত সদস্যরা ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবীর জন্য আন্দোলন করত। ডাকসুর নির্বাচন না হওয়ায় এবং কোন কমিটি না থাকায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নানা সমস্যা ও অসুবিধার কথা কাউকে বলতে পারে না। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক ও স্নেহপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন যেন দিন দিন ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। শিক্ষকদের কাজ ক্লাসে এসে লেকচার দেয়া, আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ তা শুনে খাতায় তোলা এবং পরবর্তীতে পরীক্ষা দেয়া।

প্রচণ্ড খরার পর বৃষ্টি এলে প্রাণীকুল যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তেমনি কিছুটা হলেও সুসংবাদ বয়ে এনেছে মেধাবীদের নিয়ে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিফেক্ট কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী একাডেমিক শৃঙ্খলা এবং তাদের সাথে শিক্ষক ও প্রশাসনের সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য গঠিত হয়েছে ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে প্রিফেক্ট কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশের পার্ট-২-এর প্রক্টোরিয়াল বিধির ৩(২) ধারা অনুযায়ী ভিসির অনুমোদনক্রমে প্রক্টর প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করেছেন। প্রিফেক্ট কমিটিতে প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শেষ পর্ব অথবা অনার্স ফাইনাল ইয়ারের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন (প্রথম স্থান অধিকারী) ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রিফেক্ট কমিটিতে প্রতিটি বিভাগের প্রত্যেক ইয়ারের প্রথম স্থান অধিকারীদেরকেই রাখা হবে। প্রিফেক্ট কমিটির প্রথম কেন্দ্রীয় সভা ১১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে ৪০টি বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রিফেক্ট কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হলেন ভিসি। উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ এবং সকল অনুষদের ডীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এই কমিটির সমন্বয়কারী। প্রিফেক্ট কমিটিতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া কোন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিকেই রাখা হয়নি। এখন পর্যন্ত প্রিফেক্ট কমিটি দলীয় রাজনীতিমুক্ত। কিন্তু বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা প্রিফেক্ট কমিটিতে রাজনৈতিক আসন না রাখায় নাখোশ।

প্রিফেক্ট কমিটির কাজ হল ক্যাম্পাসের পরিবেশ-পরিস্থিতি উন্নয়নে পরামর্শদান এবং ছাত্র-ছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরা। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম সমস্যা হলো হল সমস্যা। হলে সিট বরাদ্দ পাওয়ার পরেও নেতাদের শুভদৃষ্টি ছাড়া সিটে ওঠা খুব কঠিন। হলগুলোকে বহিরাগত মুক্ত করা এবং মেধার ভিত্তিতে সিট বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় যে সমস্যা তা হল নিম্নমানের খাবার যা একেবারেই পুষ্টিহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেস সিস্টেমে কিছুটা ভাল খাবার পাওয়া গেলেও ডাইনিংয়ের খাবার মুখে তোলাই কষ্টের। অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান সমস্যা হল পরিবহন সমস্যা। ছাত্র-ছাত্রীদের বাসে বাদুরঝোলা হয়ে ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস করতে অথবা পরীক্ষা দিতে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাই নতুন বাস রুট এবং বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই পাওয়া যায় না। বই পাওয়া গেলেও পৃষ্ঠা কাটা। তাই কাটা বইয়ের বদলে নতুন বই এবং সদ্য প্রকাশিত বিভিন্ন রকমের বই ও জার্নালের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া ব্যবস্থার উন্নতি এবং জিমনেসিয়ামকে আধুনিক করার উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারতা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ছাত্র-ছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অনেক অনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়। এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড রোধের ব্যবস্থা অবশ্যই প্রিফেক্ট কমিটিকে নিতে হবে। উপরোক্ত প্রধান সমস্যাসহ অন্যান্য আরো নানা সমস্যার যথাযথ সমাধান গ্রহণে প্রিফেক্ট কমিটিকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলেই প্রিফেক্ট কমিটি গঠনের উপকার সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে বলে আশা করা যায়।